যায়যায়দিন
তারিখ 30 SEP 2007 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ড. এম আজিজুর রহমান

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি ইউনিভার্সিটির গুরুত্ব

জ্ঞান নির্ভর সমাজ বিনির্মাণে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই। এক সময়ে উচ্চ শিক্ষা ছিল বিলাসিতা। শিল্প বিপ্লবের পর সব দেশেই উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বাড়ে। বাংলাদেশেও দিন দিন এ চাহিদা বাড়ছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার অবদান অনন্য। কিন্তু গুটিকয়েক ইউনিভার্সিটির পক্ষে এ দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। তাছাড়া, স্বায়ত্তশাসিত ইউনিভার্সিটির সেশনজট উচ্চ ও সীমিত আসন সংখ্যার কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা বিকল্প খুঁজছিলেন। এমনি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বেসরকারি ইউনিভার্সিটির উদ্ভব। এছাড়াও বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো ছাত্র রাজনীতিমুক্ত বলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গুরুত্বপূর্ণ অবদান

বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের জাতীয় জীবনে রাখছে তার কয়েকটির ওপর নিম্নে আলোকপাত করা গেল :

১. জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম ১৫ কোটি লোকের এ জনবহুল দেশে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার বিস্তারের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। আবার জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. এ ইউনিভার্সিটিগুলো উচ্চ শিক্ষার সবচেয়ে বড় পাদপীঠ বলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দুই লাখের ওপর, যা সরকারি ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংখ্যার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

৩. বেসরকারি ইউনিভার্সিটি সংস্কৃতি (Culture) ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জনগণ, সমাজ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি মহলের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বেসরকারি ইউনিভার্সিটির সমালোচকদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে যাচ্ছে।

৪. বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোর শ্রেণীতে ছাত্র উপস্থিতি নিয়মিত এবং তারা সময়মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যথাসময়ে ডিগ্রি অর্জন করে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় তারা স্থান দখল করে নিচ্ছে। সর্বোপরি উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশন, টেলিকম ও মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় চাকরি অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

৫. বেসরকারি ইউনিভার্সিটির সেশনজট ও অস্থিরতা না থাকায় ছাত্রদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলোর অপচয় ঘটে না।

৬. ছাত্র রাজনীতির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনুপস্থিত। পশ্চিমি দেশের শিক্ষা পদ্ধতির মতো এখানে সেমিস্টার সিস্টেম থাকায় তাদের সব সময় শ্রেণী কর্মকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সময়মতো কোর্স সম্পন্ন করতে হয়।

৭. বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো দরিদ্র প্রায় ২০-২৫ ভাগ অর্থ-সচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনসহ অতি সামান্য খরচে পড়ানোর সুযোগ দিচ্ছে। তাদের বৃত্তি প্রদান করে গড়ে প্রতিটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি বছরে প্রায় এক থেকে দুই কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে অর্ধশত বেসরকারি ইউনিভার্সিটি বছরে প্রায় একশ কোটি টাকার অধিক অর্থ অর্থ-সচ্ছল ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে যোগান দিচ্ছে।

৮. বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো অধিক বেতনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করতে সক্ষম হয়, যাদের অনেকেই বিদেশি ডিগ্রিধারী। সুযোগ্য শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা প্রদানের ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। ফলে তাদের গবেষণার উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি জার্নালে তাদের গবেষণা ছাপা হচ্ছে। ছাত্ররা এসব গবেষণায় অংশগ্রহণ করছে। ফলে শিক্ষার মান বাড়ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব সুযোগ্য শিক্ষক আছেন তারা বিভিন্ন সরকারি ইউনিভার্সিটিতে এমফিল ও পিএইচডি গাইড করে থাকেন। বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা। এ সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে বিভিন্ন রকম আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে হলো আধুনিক ইন্টারনেটযুক্ত কমপিউটার, মাল্টিমিডিয়া, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।

৯. বেসরকারি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর পড়ালেখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিদেশ যাওয়ার হার লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে, যার ফলে বাংলাদেশের শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে সরকারি তহবিলের ওপর চাপ কমতে শুরু করেছে।

১০. বেসরকারি ইউনিভার্সিটি যে কোনো দেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মডেল। আমাদের সংস্কৃতিতে এ ধারণাটি নতুন বিধায় বাংলাদেশে এ মডেলের গ্রহণযোগ্যতা পেতে কিছুটা সময় লাগছে। অদূর ভবিষ্যতে এ মডেলটি অন্যান্য দেশের মতো গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বেসরকারি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান নিয়ে কিছুদিন আগেও সমালোচকদের কটূক্তি লক্ষ্য করা গেছে এবং এ বিষয়টি আমাদের দেশে একটি নেতিবাচক সংস্কৃতির সূচনা করেছিল। ইদানীং এ নেতিবাচক সংস্কৃতির চর্চা ইতিবাচকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো ক্রমেই সুনাম অর্জন করছে। বিভিন্ন বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

১১. শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অনুরাগ ও আগ্রহ চিরন্তন। প্রাক-বৃটিশ আমলে দেশের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পরে এ শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে শ্রেণী ও স্তরভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সময় ও সমাজের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন অনেকটাই আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক। তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো আধুনিক জগতে প্রায়োগিক এবং যুগোপযোগী নতুন নতুন শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

১২. বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো সব পর্যায়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের গড়ে প্রায় অর্ধলাখ টাকা বেতন দিচ্ছে। যার ফলে অনেক শিক্ষকই অর্থ উপার্জনে বিদেশ গমনের চিন্তা করছেন না। এমনকি অনেকেই সরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে কাজে যোগ দিচ্ছেন। এ ধরনের শিক্ষকদের বেশির ভাগ বিদেশের মানসম্পন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি অর্জন করে এসেছেন।

১৩. আমেরিকাসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মানসম্পন্ন, খরচ বহুল এবং মূল্যবান গবেষণা ও গবেষক তৈরির প্রধান উৎস হচ্ছে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি। কারণ যে কোনো দেশেই সরকারি ইউনিভার্সিটিতে সরকার গবেষণার কাজে খুবই সীমিত বাজেট দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বেশির ভাগ নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ও গবেষক তৈরি হন বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে।

১৪. মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন :

- স্বনির্ভর পাঠদক্ষতা
- গুছিয়ে কথা বলার দক্ষতা
- লেখার দক্ষতা
- বিজ্ঞান মনস্কতা
- নিয়মিত পাঠাভ্যাস।

বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের এসব দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকরা নিবেদিত। তাছাড়া বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে Continuous Evaluation চালু আছে বিধায় ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়। আগেই বলা হয়েছে, বেসরকারি ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করে। বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো পেশাগত বিষয়ে এবং কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছে। তাই বেসরকারি ইউনিভার্সিটির অবদানকে অবজ্ঞা না করে উৎসাহ প্রদান করলে ব্যক্তি ও জাতি উপকৃত হবে।

শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো জ্ঞান নির্ভর সমাজ নির্মাণ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করছে। তাই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি ইউনিভার্সিটির গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।